সূঁচি কর্মে শৈল্পিকতা

'এমব্রয়ডারী/পোশাক শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি'
শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়
Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সূচীকর্মে শৈল্পীকতা...

এমব্রয়ডারী/পোষাক শিল্পে নারী উদ্দ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকাশনায় ঃ

আশ্রয়

আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ঃ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল ঃ

মার্চ, ২০১৪

মুদ্রণ ঃ

এ্যাড ইন্টারন্যাশনাল

বানী

মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা সমূহের মধ্যে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের স্থান। লজ্জা নিবারনের জন্য আদি যুগে মানুষ গাছের পাতা, ছাল, চামড়া ইত্যাদি ব্যবহার করত। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে কাপড়ের উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু করে, আজ শুধূ লজ্জা নিবারন নয় সভ্য সমাজে নিজেকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতেও নতুন নতুন ডিজাইন ও ফ্যাশনের পোশাক ব্যবহার করছে। জলবায়ূ পরিবর্তনেরে ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম ফলে কৃষি উৎপাদন চরমভাবে ব্যহত হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিপুল সম্ভাবনাময় পোশাকশিল্পই শ্রেয়ঃ। কারণ বৈদেশিক মূদ্রার শতকরা ৮০ ভাগই আসে পোশাক শিল্প থেকে। বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীই হলো নারী, তাদের ৮৭ ভাগই বসবাস করে গ্রামে, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা দরকার। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাক তথা সূচিকর্মের পোশাকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আশ্রয় দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দাতা সংস্থার অর্থায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত অক্টোবর ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় "এমব্রয়ডারী/পোষাক শিল্পে নারী উদ্দ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি " শীর্ষক প্রকল্পটি রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলা এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সূচীকর্মে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের আয় বাড়ানো। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উদ্যোক্তাদেও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা ফোরামসভা, বড় ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ, কারু মেলা উৎযাপন ও জাতীয় বাজার পদির্শনের ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজের গুনগত মান ভাল হয়েছে, পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের মতামতের ক্ষমতায়ন ঘটেছে। আমি প্রকল্পের কার্যক্রম, অর্জন এবং যাবতীয় মূল্যায়ন সম্বলিত এই পুস্তকটি প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যারা সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
আশ্রয়।

ভূমিকা

আশ্রয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি ২০০৮ সাল থেকে গ্রামীণ নারীদের সূচি কর্মের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণ ও পরিবারের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এই লক্ষ্যে তানোর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ১০০০ নারী দলভুক্ত হয়ে পোষাকের উপর বিভিন্ন ফ্যাশনের সূচিকর্মের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করছেন। তারা রাজশাহী বা নিকটস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অর্ডার নিয়ে এই সকল কাজ করছেন। এরই মধ্যে কিছু কিছু সদস্য বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বিদ্যমান বাজারের তথ্য, প্রচলিত ফ্যাশন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি ও পুঁজির অভাব থাকায় তারা প্রতিযোগীতামুলক বাজারে টিকতে পারছেন না। একারণে উপযুক্ত মূল্য বা মজুরী তারা পাচ্ছেন না। ফলে উৎসাহী সদস্যদের মাঝে উদ্যোক্তার মনোভাব গড়ে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে এলাকার নারীদের মাঝে সূঁচি কর্মের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তর বাজার ও বিদেশী বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা হলে গ্রামীন নারীরা এর মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। এই লক্ষ্যে আশ্রয় গত অক্টোবর ২০১৩ সাল থেকে পিকেএসএফ এর Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় "এমব্রয়ডারী /পোশাক শিল্পে নারী উদ্যেক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্প রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের সহায়তায় ৪০ জন নারী উদ্যোক্তাকে যুগোপযোগী ফ্যাশন ও ডিজাইন এর উপর এমব্রয়ডারী কর্মে দক্ষতা উন্নয়ন, ২০ জন নারী উদ্যোক্তা উদ্যোক্তাদের কাটিং (টেইলরিং) উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পাশাপশি ৩০০ জন নারী শ্রমিক উদ্যোক্তাদের উন্নতমানের সূচীকর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ২৪০ জন শ্রমিক উদ্যোক্তার একই বিষয়ে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ এবং দেশী - বিদেশী বাজারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কারিগরি পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের সহায়তায় বর্তমানে ৭ জন জাতীয় ব্যবসায়ী এবং একটি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সাথে সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে MOU করা হয়েছে। উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন শাড়ী, থ্রীপিচ, বেডসিট, কুশন কভার, মোবাইল ব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ, নকশি কাঁথা,পুথির ব্যাগ ইত্যাদি পোশাকে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন ও ডিজাইনের উপর সূঁচিকাজের অর্ডার দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ পেয়ে সদস্যদের যেমন দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজের গুনগত বৃদ্ধি পেয়েছে, নিয়মিত কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
এমব্রয়ডারী, ফ্যাশন ও ডিজাইন ও সূচীকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৬
বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অবস্থান	০৬
প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি	১০
প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা	১০
প্রকল্পের লক্ষ্য	১১
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১১
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	১১
প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ	১২
প্রকল্পের প্রভাব	১৫
প্রকল্পের অর্জন	১৯
প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ	২০
সুপারিশসমূহ	২০
ভবিষ্যৎ পরিকল্পণা	২১
সাফল্য গাথা	২২

এমব্রয়ডারী, ফ্যাশন ও ডিজাইন ও সূচীকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আধুনিক জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সৌখিন নারী-পুরুষরা বর্তমানে বিভিন্ন নকশা করা পোশাক পরার প্রতি বেশী আগ্রহী। পোশাককে আরও সুন্দর, বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আবহমানকাল থেকে নকশা করার প্রচলন চলে আসছে। কাপড়ে নকশা করার কাজটি বিভিন্নভাবে করা হয়। তার মধ্যে সুঁই সুতার সাহায্যে হাতের সেলাই ও মেশিনের সাহায্যে এমব্রয়ডারি নকশা করা এর মধ্যে অন্যতম। নতুন নতুন নকশার মাধ্যমে অতি সাধারণ এবং স্বল্প মূল্যের পোশাকও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। অতীতে এদেশের মেয়েরা তাদের অবসর সময় সেলাই করে কাটাতেন। তাদের সেলাইয়ের প্রতিটি ফোঁড়ে ফুটে উঠত তাদের সুখ, হাসি, কান্না জীবনের কাহিনী। শহরের চেয়ে গ্রামের মেয়েরাই এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ও দেশের বাইরে সূচি শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক নারী-পুরুষ এ পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। কাপড় সেলাই এবং এমব্রয়ডারির ব্যবসা করে বেকার নারী-পুরুষ নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অবস্থান

ষাট দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে এই পোশাক শিল্পের উৎপাদিত পোশাক স্থানীয় বাজাওে সরবরাহ করা হতো। সত্তরের দশকের শেষ দিকে শুরু পোশাক রপ্তানি। ক্রমান্নয়ে শুরু হয় রপ্তানি আয় এবং দূরীভূত হতে থাকে বেকারত্ব। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ৮০% অর্থ আসে পোশাক রপ্তানি আয় হতে। এ পোশাক শিল্পে জড়িত রয়েছে প্রায় ৭০ লক্ষ্যেরও বেশী লোক যার প্রায় ৮০% নারী তবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতে প্রায় ১ কোটি লোক জড়িত। বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে থেকে উৎপন্ন পোশাকের গুনগত মান কোন অংশে কম নয়।

পোষাক

পোষাক বলতে আমরা বুঝি মানুষ যা পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করে এবং আকর্ষণীয় করে নিজেকে সমাজে উপস্থাপন করে। এক কথায় সেলাই করা পরিধানযোগ্য বস্তুকেই পোষাক বলা হয়। পোষাক যেমন মানুষকে রোদ, বৃষ্টি ও শীত থেকে রক্ষা করে তেমনি নিজেকে স্বকীয়তায় বাস্তব মর্যাদায় উপস্থাপনার এক মননশীল ও সাবলীল উপমা এ পোশাক। পোশাক এক ধরনের আবরণ, আদি যুগে মানুষ গাছের পাতা, ছাল,ও পশুর চামড়াকে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করত পোশাকের ইতিহাস বহু পুরাতন হলেও সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে হমোসেপিয়ার যুগকেই পোশাক উৎপাদনের প্রাথমিক যুগ বলা হয়। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের অভিরুচির সাথে মিল রেখে পোশাকেরও ধরণ বা ডিজাইন সর্বদাই পরিবর্তন হচ্ছে।

এমব্রয়ডারী

এমব্রয়ডারী হচ্ছে সাধারনত মেশিনের মাধ্যমে কাপড়ে যে নকশা তৈরী করা হয়। মেশিনের সাহায্যে সুতা দিয়ে কাপড়ের উপর বিভিন্ন ডিজাইনের নকশা তৈরী করা হয় ।

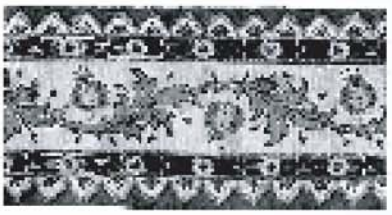

সূচীকর্ম

সূচীকর্ম হচ্ছে সুচ ও সুতার মাধ্যমে হাতের দ্বারা কাপড়ের বিভিন্ন অংশে যে নকশা তৈরী করা হয়। সুচীকর্ম বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন ডাল ফোঁড়, বোতাম ফোঁড়, কাঁথা ষ্টিস, খেজুর পাতা, যশোর ষ্টিস, লেজিডেজি, সার্টিন ভরাট ইত্যাদি ।

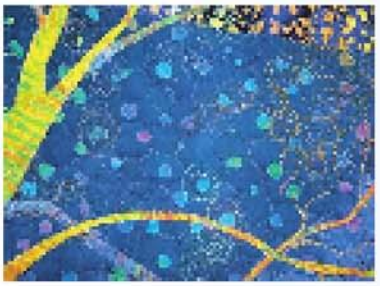

নকশা

যে কোন একটা মোটিভকে বিভিন্ন ছকে ফেলে ডিজাইন তৈরীকরা হয় তাকে নকশা বলে ।

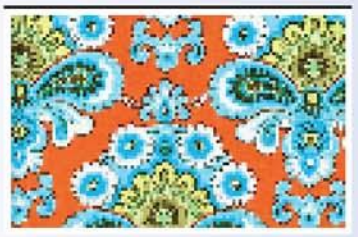

ডিজাইন

দৈনন্দিন জীবনের যা কিছু ব্যবহৃত বস্তুতাকে নান্দনিক দিক থেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যনত্ত ব্যবহার করা হয়, সভ্যতার অগ্রগতির ফলে "ডিজাইন" শব্দটির কর্ম এলাকার প্রসার ঘটে, আধুনিক যুগে ডিজাইন অর্থে সংকীর্ণ ভাবে নকসা করাকে বুঝায়। এটি সামগ্রিক পরিকল্পনা বা একটি সচেতন ও সুপরিকল্পিত ক্রিয়া যা সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য/উদ্দেশ্য সামনে রেখে করা হয়ে থাকে। কোন প্রডাক্ট বা ড্রেস উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিমাপ সহকারে যে গানিতিক ধারণা দেওয়া হয় বা নমুনা তৈরী করা হয় তাকে ডিজাইন বলা হয়,এক কথায় যে কোন মোটিভকে বিভিন্ন ছকে ফেলে নমুনা তৈরী করাকেই নকসাঁ বা ডিজাইন বলে, ডিজইনের পূর্ণ রুপই হলো ফ্যাশান।

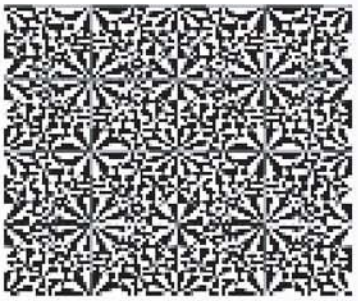

সেলাই

দুই বা ততোধিক বস্তুকে (কাপড়) সূচ-সুতা বা ঐ জাতীয় কোন মেশিন দ্বারা সুন্দর, পরিপাটি, দর্শণীয় ভাবে জোড়া লাগিয়ে একটি বস্তুতে পরিণত করাকে সেলাই বলে। সেলাই বিভিন্ন প্রকার:-চেইন সেলাই,সাঁতার সেলাই, ঢেউ সেলাই, এ ছাড়াও আছে,ডাল ফোড়, গম ফোড়, খেজুর পাতা,স্টিস,বোতাম ফোড়, কাঁথা স্টিস, যশোর স্টিস, লেজিডেজি, সার্টিনভরাট ইত্যাদি।

প্যাটার্ন

একই জিনিসের কোন সংখ্যা তৈরী করতে ব্যবহৃত একটি মাধ্যম, প্যাটান একটি ফর্মা,অনুরুপ পোশাকের কোন সংখ্যা তৈরি করতে ব্যবহৃত একটি কারিগরী দ্বি-মাত্রিক হাতিয়ার।এটি প্রকৃত পোশাক তৈরী করতে অংকন হতে অনুবাদের একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। একই জিনিসের কোন সংখ্যা তৈরী করতে ব্যবহৃত্ একটি মাধ্যম। প্যাটার্ন একটি ফর্মা , পোশাকের কোন সংখ্যা তৈরী করতে ব্যবহৃত একটি কারিগরী দ্বি-মাত্রিক হাতিয়ার। এটি প্রকৃত পোশাক তৈরী করতে অংকন হতে অনুবাদের একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হয় ।

সাধারণত যে সব প্যাটার্ন কাটিং বিষয়ে ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরুপ

- গোল গলা
- ই উ গলা
- চারকোনা
- গলা
- 'V' গলা
- পেন হাত
- ঘটি হাত
- বেলবোটম
- হাত
- শাট হাত
- মেয়েদের নেকার
- ইজার প্যান্ট
- ঘটি প্যান্ট
- বেবী ফ্রক
- সাধারণ ফ্রক
- সেমিজ
- কামিজ
- একছাট কামিজ
- ব্লাউজ
- পেটিকোট
- পেন্টন পাঞ্জাবী
- ফতুয়া
- ছয়ছাট কামিজ
- কুচি সালোয়ার
- মেয়েদের পেন্টন সালোয়ার

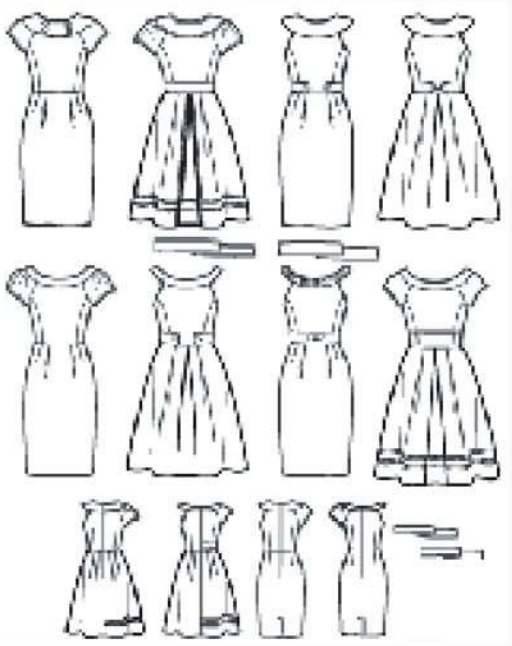

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি

প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ ৬ মাস
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ঃ ২ অক্টোবর ২০১৩ ইং থেকে ৩১শে মার্চ ২০১৪ ইং পর্যন্ত
প্রকল্পের উপকারভোগী ঃ ২০ জন নারী উদ্যোক্তা ও ৩২০ জন নারী শ্রমিক উদ্যোক্তা ।
প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তার সংখ্যা ঃ ৩৪০ জন
প্রকল্পের কর্ম-এলাকা ঃ রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার ০৪টি ইউনিয়ন (পাঁচন্দর,তালন্দ,বাধাইর ও কামারগাঁ) ও ২টি পৌরসভা (তানোর ও মুন্ডুমালা পৌরসভা) এবং নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ঝিলিম ইউনিয়নে উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
প্রকল্পের মোট বাজেট ঃ ১৯,০৯,৭৯৫/= টাকা এর মধ্যে পিকেএসএফ **(FEDEC)** প্রকল্পের অনুদান ১৪,১২,৬২০ টাকা এবং আশ্রয় ৪,৯৭,১৭৫ টাকা

প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা

এমব্রয়ডারী/পোশাক শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পটি একটি আয়বর্ধনমূলক, অধিক নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি দারিদ্রতা দূরীকরনমুলক কর্মকান্ড । রাজশাহী জেলার তানোর ,নবাবগঞ্জ সদর, গোদাগাড়ী এবং মোহনপুর ও পবা উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার নারীদের মাঝে কাজটি ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । বছর ব্যাপী গ্রামীন নারীদের পক্ষে সংসারের কাজের পাশাপাশি কাজটি করে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার তানোর, নবাবগঞ্জ সদর, গোদাগাড়ী, পবা এবং মোহনপুর উপজেলার নারীরা এমব্রয়ডারী / পোশাক শিল্পের কাজের মাধ্যমে প্রতিমাসে প্রতিজন গড়ে ১৫০০-২০০০ টাকা আতিরিক্ত আয় বাড়ানো সম্ভব। দারিদ্র বিমোচনে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। তাই এমব্রয়ডারী / পোশাক শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পটি উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে এবং দেশকে এগিয়ে নেয়া সহজ হবে।

"এমব্রয়ডারী / পোশাক শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্পটির সাথে সংশ্লিষ্ট নারী উদ্যোক্তাদের আরও দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করতে হলে উন্নত সূচীকর্মের উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষন, যুগোপযুগী ফ্যাশন ও ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষন , কাটিং (টেইলরিং) বিষয়ক প্রশিক্ষন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের আধুনিক পদ্ধতিতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি ফলে নারী উদ্যোক্তা ও নারী শ্রমিকদের আয় ৪৫% - ৫০% ভাগ বৃদ্ধি পাবে। ইহা ছাড়াও কাজের গুণগত মান উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

সদস্যদের মাঝে উদ্যোক্তার মনোভাব গড়ে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে এলাকার নারীদের মাঝে সূঁচি কর্মের প্রসার ঘটানো এবং দেশের বৃহত্তর বাজার ও বিদেশী বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের প্রস্তুতকৃত পোশাকের বাজার সম্প্রসারণ ।
- নতুন নতুন ডিজাইন ও পোশাক প্রস্তুতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ।
- গ্রামীন নারীদের মধ্যে ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক তৈরী করা ।
- উন্নতমানের এমব্রয়ডারীকৃত পোশাক প্রস্তুত ও বাজারজাত করা ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা

জেলা ঃ রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ
উপজেলা ঃ তানোর ও চাঁপাই সদর

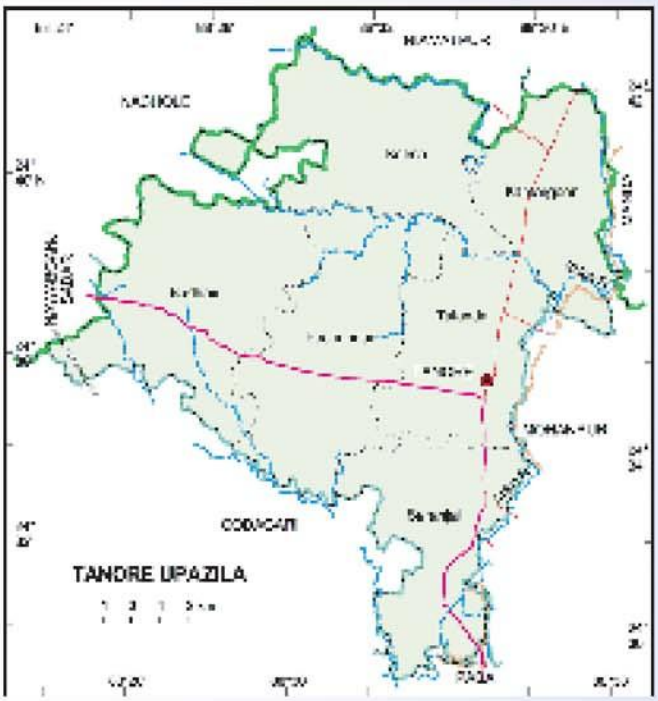

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ

উদ্যোক্তা নির্বাচন

আশ্রয় এর আওতায় তানোর ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় মোট ১০০০ জন নারী উদ্যোক্তা/উপকারভোগী রয়েছে। উক্ত উপকারভোগীদের সূচীকর্ম কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও উন্নতভাবে সূচীকর্মের কাজের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্বে অল্প অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন নারী উদ্যোক্তা বাছাই প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, গৃহ পরিদর্শন এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রদত্ত ফরমেটে জরীপ কার্য সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর প্রথম থেকেই উদ্যোক্তাদের কাছে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। উদ্যোক্তাগণ আশ্রয়ের সাথে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। সংস্থার টেকনিক্যাল অফিসার, সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের সহযোগীতায় ২টি উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা হতে ১২ টি গ্রামের মোট ৩৪০ জন আগ্রহী উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়। ইউনিয়ন ও পৌরসভা গুলি হলো যথাক্রমে - পাঁচন্দর,তালন্দ,বাধাইর ও কামারগাঁ এবং তানোর ও মুন্ডুমালা পৌরসভা।

উদ্যোক্তা ফোরম সভা

উদ্যোক্তাদের মাঝে ব্যবসায়ীক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তানোর ও নবাবগঞ্জসদর উপজেলার সকল উদ্যোক্তা নিয়ে প্রতিমাসে একটি করে মোট ০৬ টি ফোরাম সভা করা হয় । এতে তানোর ও নবাবগঞ্জ সদর হতে উদ্যোক্তাগণ যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে । তারা ফোরাম সভায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং কাজের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাসমুহ নিয়ে আলোচনা করেন যা তাদের কার্যক্রমকে বেগবান করতে সহায়তা করেছে ।

চিত্রঃ উদ্যোক্তা ফোরামের ছবি

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নত সূচীকর্মের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

নির্বাচিত ৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, তারা অধিকাংশই প্রতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ পায়নি। তারা অন্যের দেখাদেখি সূচীকর্মের কাজ করে। উন্নত সূচীকর্ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ , যুগোপযুগী ফ্যাশন ও ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষন , কাটিং (টেইলরিং) বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রভৃতি নতুন প্রবর্তিত এমব্রয়ডারী/পোশাক শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ পায়নি। নির্বাচিত ৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তাদের নতুন নতুন প্রবর্তিত কলা কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও নিয়মিত ফলোআপ করার ফলে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্রঃ উন্নতমানের সূচীকর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্প মেয়াদে ১৫টি ক্লাষ্টারের ৩০০ জন শ্রমিক উদ্যোক্তাকে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান এস.এন ফ্যাশন (রাজশাহী), লেবাস বুটিক (মহিশালবাড়ী), ইওটোপিয়া ফ্যাশন হাউজ (রাজশাহী), দিয়া ফ্যাশন (রাজশাহী), নয়ন ফ্যাশন (রাজশাহী) এর মাধ্যমে উন্নতমানের সূচীকর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গুনগত পন্য উৎপাদন ও তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারছেন ।

চিত্রঃ সুচিকর্ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

যুগোপযুগী ফ্যাশন ও ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রতিটি ক্লাস্টারকে কেন্দ্র করে গ্রামীন পর্যায়ে এমব্রয়ডারী কাজের জন্য কাটিং মাস্টার ও ডিজাইনার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারুকথা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ঢাকা ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের ফ্যাশন ডিজাইনার প্রশিক্ষক দ্বারা ৩০ দিন ব্যাপী দুইটি ব্যাচে মোট ৪০ জন উদ্যোক্তাকে ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তুও মধ্যে রয়েছে ব্লক ও বাটিক, হ্যান্ডপ্রিন্ট, টাইডাই, স্ক্রিন প্রিন্ট ও ব্রাশ প্রিন্ট। এতে করে তাদের ডিজাইন সম্পর্কে জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা নিজেরাই ডিজাইন তৈরী ও কালার মাচিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পোশাক তৈরী করতে পারছে ।

চিত্রঃ ফ্যাশন ও ডিজাইন বিষয়ক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান

কাটিং (টেইলরিং) বিষয়ক প্রশিক্ষন

কারুকথা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ঢাকা ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের প্যাটার্ন ডিজাইনার প্রশিক্ষক দ্বারা তানোর উপজেলা পর্যায়ে ২০ জন উদ্যোক্তাকে কাটিং (টেইলরিং) বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ টেইলরিং বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারণা প্রাপ্তির ফলে দক্ষতা অর্জন করেছে এবং তারা বর্তমান চাহিদা অনুসারে শিশু ও মহিলাদের যুগপযুগী পোশাক তৈরী করছে।

চিত্রঃ কাটিং (টেইলরিং) বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান

রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথমদিকে নারী উদ্যোক্তাগন প্রদত্ত প্রশিক্ষণের শিক্ষনসমূহ যাতে মাঠ পর্যায়ে হুবহু প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রকল্পের শেষ দিকে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রদত্ত কারিগরি বিষয় পুনঃ উপস্থাপন করা হয়। ২৪০ জন উদ্যোক্তাকে উন্নত সূচীকর্ম বিষয়ে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা পূর্বে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের আলোকে কাজ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল তা নতুন করে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাধানের দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

চিত্রঃ রিফ্রেসার্শ প্রশিক্ষণ প্রদান

মেলা উদ্‌যাপন

প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী মেলা বিগত ২৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে "আশ্রয় গবেষনা ও প্রশিক্ষণ" কেন্দ্র, বায়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় রাজশাহী সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের কর্মকর্তাগণ এবং সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, উদ্যোক্তাবৃন্দসহ আশ্রয়ের কর্মকর্তাগণ এ মেলায় উপস্থিত ছিলেন। বিপুণ সংখ্যক ক্রেতা এবং দর্শণার্থিগণ এ মেলা থেকে সূচী কর্মের উপর বিভিন্ন কারিগরি বিষয় জানতে পেরেছে এবং আকষণীয় পণ্য সামগ্রী সানন্দে ক্রয় করেছে।

চিত্রঃ মেলা উদ্‌যাপন

প্রকল্পের প্রভাবঃ

"এমব্রয়ডারী/পোশাক শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে চলমান রয়েছে যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব হিসাবে এমব্রয়ডারী/পোশাক শিল্পে আধুনিককায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে। গুনগত মানের পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সকল কর্মকান্ডেই ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্প শুরুর পূর্বে উদ্যোক্তারা মাসে ২-৩টি থ্রি-পিচের সূচীকর্মের কাজ করতে পারত। যা গুনগত মান ভাল না হবার কারনে মজুরী পেত প্রতি থ্রি-পিচে ২০০-২৫০টাকা। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর বর্তমানে তারা পারিবারিক কাজের পাশাপাশি প্রতি মাসে ৪-৫ টি গুনগত মানের থ্রি-পিচে সূচীকর্মের কাজ করতে পারছে। যার প্রতিটি থেকে মুজুরী হিসাবে পায় ৩০০-৩৫০ টাকা। এতে করে তার প্রতি মাসে আয় হয় প্রায় ১৫০০-১৭০০ টাকা। অর্থৎ পূর্বের তুলনায় আয় প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

আয়/লাভ সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপে হতে দেখা যায় প্রকল্পের শুরুতে প্রকল্পভুক্ত উদ্যোক্তারা সূচী কর্ম কাজে গড়ে ৫০০-৭০০ টাকা আয় করত। প্রকল্প গ্রহণের পর ৩৪০ জনের সংগৃহিত তথ্য হতে জানা যায় নারী উদ্যোক্তা এবং সদস্য উদ্যোক্তাদের বাৎসরিক আয় ও নীট লাভ পরিবর্তনশীল। সময়ের উপর নির্ভর করে বাজার চাহিদা উঠানামা করে । জরীপকৃত তথ্য হতে দেখা যায় কিছু কিছু সদস্য প্রায় ৮০% সংসারের কাজের পাশাপাশি সূচীকর্মের কাজ করে থাকে বাকী ২০% রয়েছে কিশোরী / ছাত্রী যারা লেখাপড়ার সাথে সূচীকর্মের কাজ করে অর্থ উপার্জন করছে । চুড়ান্ত মূল্যায়নে দেখা যায় ৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তার মধ্যে ৩২০ জন নিয়মিত ভাবে সূচীকর্মের কাজ করে। অক্টোবর ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ১৫টি দলের ৩৪০ জন কর্মীর মাধ্যমে ২০০০-২৫০০ পিস থ্রীপিচ, ৫০০-১০০০ পিস ফতুয়া, ৫০-১০০ পিস বেডসিট, ২০০-৪০০ পিস শাড়ী এর উপর বিভিন্ন ফ্যাশনের সূঁচির কাজ করেন। উক্ত কাজের মাধ্যমে সদস্যরা গড়ে প্রতি মাসে ৮৫০-১০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করছে ।

নিম্নে চুড়ান্ত মূল্যায়ন হতে প্রাপ্ত তথ্য ও নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম সরাসরি ফলোআপ করে মূল উদ্যোক্তা ও শ্রমিক সদস্যদের গড় বিক্রয় এবং লাভের পরিমান দেখানো হলো ।

ক্র. নং	কর্মকাণ্ডের নাম	প্রকল্প শুরুর পূর্বে	প্রকল্প গ্রহণের পর	বৃদ্ধি/হ্রাস
১.	সূচী কর্ম	৫০০-৭০০ টাকা	১২০০-১৫০০ টাকা	১৫০-১৭৫ শতাংশ
২.	টেইলারিং	১০০০-১২০০ টাকা	২০০০-২৫০০ টকা	১০০-১৫০ শতাংশ
৩.	ফ্যাশন ও ডিজাইন	৪০০০-৪৫০০ টাকা	৬০০০-৭০০০ টাকা	৫০-১০০ শতাংশ

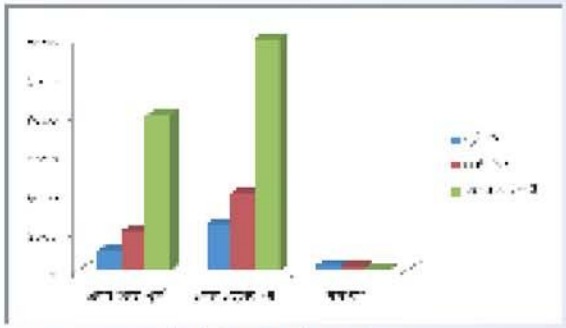

আয়/লাভ সংক্রান্ত তথ্য

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রকল্পের শুরতে প্রাক মূল্যায়ন জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তা সূচীকর্মের সাথে নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে জড়িত ছিল। প্রকল্পের প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের ফলে প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের কাজ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে এ কাজে আরোও ৩০০-৪০০ জন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে প্রায় ৬০০-৭০০ জন এ কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থান প্রায় ৮০-১২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মকাণ্ডের নাম	প্রকল্প শুরুর পূর্বে	প্রকল্প গ্রহণের পর	বৃদ্ধি/হ্রস
কর্মসংস্থান	৩৪০	৬০০-৭০০	৮০-১২০ শতাংশ

বাজার সংযোগ স্থাপন

রাজশাহী জেলার তানোর ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ভৌগলিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সূচীকর্ম কার্যক্রমটি অত্যন্ত লাভজনক এবং সম্ভাবনাময় একটি কর্মসংস্থান খাত। এ প্রকল্পের সফল বাস্তাবায়নের ফলে নারী উদ্যোক্তাদের আয় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি এ সাব-সেক্টরে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে। দেশে সূচীকর্মের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রকল্পভুক্ত নারী উদ্যোক্তারা প্রকল্পের আওতায় সূচীকর্ম,ফ্যাশন ও ডিজাইন, কাটিং(টেইলরিং) বিভিন্ন প্রযক্তিগত ও কারিগরি বিষয় জেনে অধিক পরিমানে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করছেন যা রপ্তানী আয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ না হওয়া ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য উদ্যোক্তাগণ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে তানোর ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় সূচীকর্মের ক্লাস্টার গড়ে উঠলেও তা সেইভাবে বিকশিত হচ্ছিলনা। এছাড়া আমাদের দেশে এবং বহিবিশ্বে সূচীকর্মের পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যথাযথভাবে মার্কেট লিংকেজ তৈরি করে নারী উদ্যোক্ত সাথে সংযুক্ত করতে পারলে রাজশাহী জেলার তানোর , নবাবগঞ্জ সদর ,গোদাগাড়ী ,পবা, মোহনপুর উপজেলায় নারীর ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ উপ-খাতটি গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আর এ কারনেই মার্কেট লিংকেজের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সূচীকর্মের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও এর বাজারজাতকরণ পদ্ধতি বেশ বহুমুখী। বেশিরভাগ নারী উদ্যোক্তা বড় ব্যবসায়ীর নিকট হতে পণ্য অর্ডার ও তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে থাকে । উদ্যোক্তা ফোরাম সভার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে লিংকেজের

ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয় যাতে তারা উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করে আরও বেশি লাভবান হতে পারে। দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারের সাথে ব্যবসা করছেন এমন ব্যবসায়িক ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান যাদের সাথে প্রকল্প এলাকার উদ্যোক্তাদের চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন :এস.এন ফ্যাশন (রাজশাহী), লেবাস বুটিক (মহিশালবাড়ী), ইওটোপিয়া ফ্যাশন হাউজ (রাজশাহী), দিয়া ফ্যাশন (রাজশাহী), নয়ন ফ্যাশন (রাজশাহী), বাঁধন বুটিক (রাজশাহী), আঁখি বুটিক (রাজশাহী) , শিবু বুটিক (নঁওগা),কারুকথা (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী, ঢাকা)। চুক্তিবদ্ধ উদ্যোক্তা ও দল গুলো হলো- রংয়ের ছোঁয়া, রঙের মেলা, পূরবী মহিলা সমিতি, স্বাবলম্বী মহিলা সমিতি, শাপলা মহিলা সমিতি, নকশী কাঁথা, নকশী মেলা, কনক চাপা, আশা মহিলা সমিতি, আলোর পথ, সবুজ মহিলা সমিতি, সাত রং, পোলাপ, সোনালী, নীলাচল। এছাড়া কারু মেলা উদ্‌জাপনের মাধ্যমে এ শিল্পের বাজার অধিক সম্প্রসারিত হয়েছে।

চিত্রঃ বাজার সংযোগ কর্মশালা

শিক্ষা সফর

উদ্যোক্তাদের মাঝে নতুন নতুন ডিজাইনের পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরনের কলাকৌশল সম্পর্কীত ধারনা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রেষণা সফরের আয়োজন করা হয়। এ লক্ষ্যে ১০ জন উদ্যোক্তা নিয়ে "রুরাল রিকন্সস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন" (RRF) সংস্থা এবং "জাগরণীচক্র" ফাউন্ডেশন (JCF), যশোর এর এমবোডারী, সূচীকর্ম এবং যশোরের হ্যান্ডস্টিচ এ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া (RRF) সংস্থার খেজুর পাতা দিয়ে তৈরীকৃত ঝুড়ি, বিভিন্ন শৌখিন পণ্য এবং পাটের তৈরী ব্যাগ, টেবিল ম্যাট, মোবাইল ব্যাগ ইত্যাদি পণ্য তৈরীর কলাকৌশল দেখে এ ধরণের পণ্য সামগ্রী তৈরীতে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্রঃ শিক্ষা সফর

সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান

পোস্টার এবং লিফলেট তৈরি ও বিতরণ

প্রকল্প এলাকায় উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তার বাইরে এমব্রডারি শিল্পকে আরোও সম্প্রসারিত করতে প্রকল্পের সহায়তায় সূচীকর্মের বিভিন্ন কারিগরি দিক ও উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পোস্টার এবং লিফলেট তৈরী ও সকলের মাধে বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তাদের মাধে এ কাজে ব্যপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এতে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে।

চিত্রঃ পোষ্টার

চিত্রঃ লিফলেট

প্রশিক্ষণের শিখনসমূহের প্রভাব

প্রকল্প শুরুর পূর্বে নির্বাচিত ৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তাগণের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ পায়নি। তারা অন্যের দেখাদেখি সূচীকর্মের কাজ করত। উন্নত সূচীকর্ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ, যুগোপযুগী ফ্যাশন ও ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষন , কাটিং (টেলরিং) বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রভৃতি নতুন প্রবর্তিত এমব্রয়ডারী / পোশাক শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও নিয়মিত ফলোআপ করার ফলে বর্তমানে তারা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইনের গুনগত মানসম্মত পণ্য তৈরী ও সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে এবং উদ্যোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাওয়ায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের অর্জনসমূহ

প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের সূচীকর্ম, এমব্রয়ডারী এবং ফ্যাশণ ও ডিজাইনের কাজকর্মে দক্ষতা বৃদ্ধি করে বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। দক্ষতা উন্নয়ন মূলক হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সূচীকর্ম, এমব্রয়ডারী এবং ফ্যাশণ ও ডিজাইনের উপর সম্মুখ ধারনা অর্জন করতে পেরেছে। প্রকল্প এলাকায় লিফলেট এবং পোষ্টার বিতরণ করায় উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরনের পোশাক উৎপাদনের কলাকৌশল সম্পর্কে জানতে পারছে। চুড়ান্ত জরিপে দেখা যায় নারী উদ্যোক্তাদের পোশাক তৈরীর অর্ডার নেয়া তৈরী থেকে শুরু করে সরবরাহ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে দক্ষতার অনুপ্রবেশ ঘটায় ব্যয় অনেকাংশে কমে এসেছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট অর্জনসমূহ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১. সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে পূর্বে যেখানে প্রতি মাসে মাত্র ২- ৩ টি থ্রি-পিচের সূচীকর্মের কাজ করতে পারতো বর্তমানে গড়ে প্রতি মাসে ৪-৫ টি থ্রি-পিচের সূচীকর্মের কাজ করতে পারছে। এতে করে উদ্যোক্তাদের আয় গড়ে প্রতি মাসে ১৫০-২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে হাতের কাজ, কারচুপির কাজ এবং ফ্যাশন-ডিজাইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সূচীকর্মের পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কেও তাদের ধারনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. শিক্ষা সফরের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নতুন ডিজাইনের পোশাক তৈরী, নতুন ডিজাইন সম্পর্কিত তথ্য জানতে ও বলতে পারছেন এবং দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন-ডিজাইন, সূচীকর্ম ও হ্যান্ড ষ্টিচ্ পরিদর্শন করার ফলে তারা গুনগত মান সম্পন্ন পোশাক তৈরী সম্পর্কিত তথ্য জানতে পেরেছেন।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রচলিত ফ্যাশন ও ডিজাইনের পরিবর্তে নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক তৈরীতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালও অন্যান্য সামগ্রীসমূহ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

- প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে ফ্যাশন ও ডিজাইনের নিত্য নতুন চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরীর জন্য আধুনিক ও যুগপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সুপারিশ

- পোশাক তৈরীর ভাল মানসম্পন্ন কাঁচামাল, সুতা ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বিজিএমইএ, বিকেএমইএ বিটিএমইএ সহ বিভিন্ন ফ্যাশন-ডিজাইনের প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন শহর কেন্দ্রিক পোশাক তৈরীর প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্রিয় ভুমিকা রাখতে পারে। বাজার, জেলা ও বিভাগীয় শহরের বাজার, জাতীয় বাজার ও রপ্তানী কারক প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষকদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন-এর মাধ্যমে অত্র অঞ্চল হতে মান সম্মত পোশাক উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সূচীকর্ম, এমব্রয়ডারী, ফ্যাশন ও ডিজাইন সম্পর্কে (প্রযুক্তি ও কলাকৌশল নির্ভর) দক্ষতা হাতে কলমে বৃদ্ধি করা। বাজারজাতকরণ ও বাজার সংযোগ প্রসারের জন্য লিফলেট, ফেষ্টুন, পোষ্টার, বিলবোর্ড স্থাপনসহ সার্বক্ষনিকভাবে কারিগরি পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে নতুন নতুন এলাকায় এ কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এমব্রয়ডারী/ পোশাক শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ হলে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ভুমিকা রাখবে এবং অনেক এলাকার গ্রামীণ নারী শ্রমিক, স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা কর্ম-সংস্থানের আওতায় আসবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পণা

১. প্রত্যেক উদ্যোক্তা ও দলকে কেন্দ্র করে গ্রামীন পর্যায়ে এমব্রয়ডারী কাজের জন্য কাটিং মাস্টার, ডিজাইনার এবং নিখুঁত সূঁচির কাজের দক্ষকর্মী গড়ে তোলা।

২. সুনির্দিষ্ট প্যাটেন্ট এর এমব্রডারী সেক্টর গড়ে তোলা।

৩. নুতন নারী উদ্যোক্তা তৈরী করার পাশাপাশি গ্রামীণ নারীদেও সূঁচিকর্ম, ভেষজ্ ডায়িং, বুনন ইত্যাদি কাজে দক্ষ করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. সরাসরি বৃহৎ মার্কেটে তৈরী পোশাক সরবরাহ করার জন্য দেশীয় ও বৈদেশীক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

সাফল্যে গাথাঃ ০১

নোসিবা এর শ্রম এখন সৌভাগ্যের প্রসূতি

গোদাগাড়ী-নাচোল সড়কের শিমুলতলা বাস স্টান্ডে বাস থেকে নামলে পূর্ব পাশেই গ্রামটির নাম সাইফুদ্দিনপাড়া। গ্রামটি চাঁপাইনবাবগঞ্জজেলার উত্তর-পূর্ব দিকে নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ঝিলিম ইউনিয়নে অবস্থিত।নোসিবারা ৫ (পাঁচ) বোন এক ভাই, পিতা কৃষক, নিজের জমাজমি নাই মুজুরীর বিনিময়ে অন্যের জমিতে কাজ করেন, সামান্য আয় দিয়ে সংসার চলে না, এখন আট জনের সংসার, অনাহারে অর্ধাহারে কোন রকম দিন অতিবাহিত হয়। তিনটি মেয়ে বড় তারপর ছেলে। লেখাপড়া করানোর সাধ থাকলেও সাধ্য কোথায়। অর্থাভাবে বড় মেয়ে নোসিবার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে বিয়ের কথা আসছে নোসিবার কিন্তু পিতার সাধ্য নাই মেয়ে বিয়ের খরচ যোগানোর। নোসিবা শুধূ চিন্তা করে মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়াটা কি অপরাধ। ছেলে হলে পিতার সংসারে সাহায্য করতে পারতো সে। একদিন নোসিবার পরিচয় হয় আশ্রয়ের এক লোন অফিসারের সাথে,সে জানতে পারে আশ্রয় সূচি কর্মের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে ভাল ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে দেয় এর ফলে প্রশিক্ষিত সদস্যরা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে মুজুরীর বিনিময়ে কাজ করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। নোসিবা বসে থাকে না, সে যোগাযোগ করে আশ্রয়ের কর্মী এনামুলের মাধ্যমে ঐ সময় সূচিকর্মের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা আঃ ওহাবের সাথে। আঃ ওহাব নোসিবার সূচিকর্মের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং শিবু বুটিক নওগাঁ এবং এস,এন ফ্যাশান হাউজ,রাজশাহীর সাথে যোগাযোগ করে দেয়। নোসিবা এসএন ফ্যাশান হাউজের থেকে কাপড় এনে শুধু মুজুরীর বিনিময়ে কাজ করত। যা আয় হতো পিতার সংসারে সাহায্য করত। সে চিন্তা করলো নিজের লেখাপড়া বন্ধ হলেও ছোট ভাই বোনদের লেখাপড়া করাত হবে, তাদেরকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। নোসিবা আশ্রয় সমিতিতে ভর্তি হলো এবং সঞ্চয় শুরু করলো ,কিছুদিন পর সে মজুরীর বিনিময়ে কাজের পাশাপাশি আশ্রয় থেকে ৫,০০০/=(পাঁচ)টাকা ঋণ নিয়ে কিছু কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে নিজেই বাড়িতে অল্প অল্প করে থ্রীপিচ, ফতুয়া ও শাড়ী উৎপাদন শুরু করে এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রী করা শুরু করে।

সে মহল্লায় মেয়েদেরকে শেলাই প্রশিক্ষণ দেয় এবং এস,এন,ফ্যাশন থেকে মূজুরীর বিনিময়ে কাজ এনে এলাকার মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি আয় করতে সহায়তা করে। তার আয় আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায় ফলে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে।সে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসার প্রসার ঘটাতে থাকে। সে তার ভাইবোনদেরকে স্কুলে ভর্তি করে,তার মেঝে বোনটাকে ভাল বিয়ে দিয়েছে। ছোটবোন এস,এস,সি দিয়েছে, ভাই এখন ৮ম শ্রেনীর ছাত্র,অন্য বোনরাও পড়াশুনা করছে। নোসিবা আশ্রয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় ও চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সে তার কাজের সাথে প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ জন মেয়েকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। তার পরিবারের সবাই এখন কর্মব্যাস্ত।

পিতার সংসারে শুধু সাহায্য নয় পিতার পরিবারকে সুখী পরিবাার হিসেবে গড়ে তুলেছে।বাড়িতে পাকা (টিনসেড) ঘর দিয়েছে, তার মাসিক নীট আয় এখন ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ হাজার টাকা। সে তার ব্যবসায়ী উদ্যোগের নাম দিয়েছে আশ্রয়, নঁকশীমেলা ক্লাস্টার। নোসিবা এখন নিজের সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখছে। সে বলে চেষ্টা, ধৈর্য্য, মনোবল থাকলে আর সহযোগীতা পেলে মেয়ে হওয়াটা কোন বাধা নয়। নোসিবার পিতা নুরুদ্দিন বলেন,নোসিবার মত মেয়ে থাকলে ছেলের প্রয়োজন হয় না। নোসিবার বাবা-মাসহ আমরা সকলেই নোসিবার জন্য প্রাণ খুলে দোওয়া করি আল্লাহ তাকে সূখী করুক।

সাফল্যে গাথাঃ ০২

সুঁইয়ের ফোড়ে ফরিদা এখন ছুটছে জীবনের দৌড়ে

ফরিদারা চার বোন, এক ভাই। ফরিদার বাবা চায়ের দোকানদার। সামান্য আয় দিয়ে কোনমতে সংসার চলে। যে টুকু জমিজমা ছিল বড় দুই মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা যোগান দিতে বক্রি করতে হয়েছে। এখন পাঁচজনের সংসার, অনাহারে অর্ধাহারে কোন রকম দিন চলে তাদের। লেখাপড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য নেই। অর্থের অভাবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। জীবনটা যেনো দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তার। এরই মাঝে তার পরিচয় হয় আশ্রয়ের ঋণ বিতরণ কর্মকর্তার সঙ্গে। তার কাছ থেকে ফরিদা জানতে পারেন, আশ্রয় হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে আয় বাড়াতে সহযোগিতা করছে। সুঁচি কাজে যোগ দিয়ে আয় বাড়িয়ে সংসার আর নিজের চাহিদা মেটানোর খোঁজ পায় ফরিদা। এরপর সে আশ্রয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে সুঁচির কাজের মাধ্যমে নিজের আয় বাড়িয়ে চালিয়ে যাচ্ছে পড়াশোনা। সুঁইয়ের ফোড়ে ফরিদা এখন ছুটছে জীবনের দৌড়ে।

ফরিদা জানান, সংসারের অনটন আর নিজের হৃদরোগ নিয়ে জন্মটাকেই অনর্থক মনে হয়েছিল। কিন্তু আশ্রয়ের ঋণ কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সুঁচি কাজের কথা জানতে পেরে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রেরণা পান। তিনি জানান, আশ্রয়ের কর্মী শফিকুলের মাধ্যমে ওই সময় সূচিকর্মের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা আবদুল ওহাবের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। আবদুল ওহাব ফরিদার সূচিকর্মের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন এবং রাজশাহী শহরের রং রেজিনি ফ্যাশান হাউজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

প্রথমে ফরিদা রং রেজিনি, পরে এসএন ফ্যাশান হাউজের থেকে কাপড় এনে শুধু মুজুরির বিনিময়ে কাজ করত। যা আয় হতো পিতার সংসারে সাহায্য করত। সে চিন্তা করলো নিজের লেখাপড়া বন্ধ হলেও ছোট ভাইয়ের লেখাপড়া শেষ করতে হবে। তাকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। ফরিদা আশ্রয় সমিতিতে ভর্তি হলেন এবং সঞ্চয় শুরু করলেন। কিছুদিন পর তিনি আশ্রয় থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কিছু কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে নিজেই বাড়িতে অল্প অল্প করে থ্রীপিচ, ফতুয়া ও শাড়ি ওপর নকশার কাজ শুরু করলেন। স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা শুরু করেন। তার আয় আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে। তিনি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং ব্যবসার প্রসার ঘটাতে থাকেন। তার ভাইকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে লেখাপড়া করিয়েছেন। ছোট ভাই এখন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, চাকুরি করে একটি ভাল কোম্পানিতে। ফরিদা তার ছোট বোনটাকে ভাল বিয়ে দিতে পেরেছে।

ফরিদা আশ্রয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় ও চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। এখন পিতার সংসারে শুধু সাহায্য নয়, পিতার পরিবারকে সুখী পরিবাার হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তার মাসিক আয় এখন ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। তিনি তার ব্যবসায়ী উদ্যোগের নাম দিয়েছেন আশ্রয়, নীল আঁচল ক্লাস্টার। ফরিদা এখন নিজের সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখছেন। ফরিদার পিতা বজের আলী বলেন, ফরিদার মত মেয়েকে জন্ম দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। সবার ঘরে একটা করে ফরিদা জন্ম গ্রহণ করলে দেশ অনেকগুন এগিয়ে যাবে ।

সূচীকর্মে শৈল্পীকতা

‘এমব্রয়ডারী/পোশাক শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি’ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়

Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)